গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ২৭ জুন - ৩ জুলাই ২০০৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বন্যারোধ, উদ্ধার ও ত্রাণে সরকারি অবহেলা ক্ষমার অযোগ্য

সমস্যা দীর্ঘদিনের, সমস্যার কারণও জানা, প্রয়োজন সমাধান করার সদিচ্ছা। বন্যা ব্রিটিশ আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিত্যসঙ্গী। স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও, কেন্দ্রে একাধিকবার সরকার বদল, রাজ্যে সিপিএম-ফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেও পরিস্থিতি যে তিমিরে সেই তিমিরেই শুধু নয়, দিনে দিনে তার অবনতি ঘটছে। বন্যা প্রতিরোধে ভোটের বাজারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভোট ফুরোতেই উড়ে যাচ্ছে। বন্যাত্রাণ ও সমস্যার আশু সুরাহার নামে কোটি কোটি টাকা লুঠ চলছে সেই কংগ্রেস আমলেরই মতো। সরকারে দল বদলের দ্বারা 'সরকার মানসিকতা'র পরিবর্তন হয়নি, কেবল বদল হয়েছে লুঠেরার।

বর্ষার শুরুতেই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলা বন্যার কবলে চলে গিয়েছে। কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, সুবর্ণরেখা, চণ্ডা, ক্ষিরাই নদী ফুঁসছে। এখনও পর্যন্ত মেদিনীপুরের নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, দাঁতন, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম সহ বারোটি ব্লক, পটাশপুর, ভগবানপুর, এগরা, মুগবেড়িয়া, বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা জলের তলায়। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা ডুবছে। সরকারি হিসাবে ২৫ লক্ষ মানুষ বন্যাকবলিত, মৃতের সংখ্যা ২৬। কত

পাঁচের পাতায় দেখুন

দুই মেদিনীপুর সহ রাজ্যে বন্যার্তদের দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ দেওয়ার দাবিতে ১৮ জুন এসপ্ল্যানেডে এস ইউ সি আই-এর পথ অবরোধ। অবরোধে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

সব দল ও সংগঠনকে যুক্ত করে ত্রাণের কাজ করতে হবে

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রভাস ঘোষ

২০ জুন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন—

বর্তমান বন্যাজনিত বিপর্যয় প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা নয়। এটা মানুষের তৈরি। এজন্য সি পি এম সরকার পুরোপুরি দায়ী। তারা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, বাগুই নদীতে এই নিয়ে ১৮ বার বন্যা হল। আমরা দীর্ঘদিন ধরে গণকমিটি করে নদী সংস্কারের দাবি করছি। সরকার বলছে, কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছে, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ন্যাশানাল হাইওয়ে-৬০ বাঁধের মতো জল আটকে দেওয়ায় মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। হাজার হাজার মৃত গবাদি পশুর শব এখন পচছে। লক্ষ লক্ষ জলবন্দী মানুষের খাদ্য নেই, পানীয় নেই, আশ্রয় নেই। পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুরে বন্যার যে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সরকার দিচ্ছে, আসলে ক্ষয়ক্ষতি তার চেয়ে অনেক বেশি ও ব্যাপক। রাজ্য সরকার শুধু অবহেলাই করেনি, যে ধরনের অবহেলা করেছে তাকে অপরাধ বলাই ঠিক।

উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে সহায়তার জন্য এস ইউ সি আই স্বেচ্ছাসেবক দিতে প্রস্তুত

১৭ তারিখে বন্যা শুরু হতেই আমাদের দলের মেদিনীপুর জেলা কমিটি জেলার ডি এম, এস পি, বি ডি ও-র কাছে মাঝরাত পর্যন্ত আবেদন-নিবেদন ও ধর্না চালিয়েছে। প্রশাসনিক কর্তারা বলেছেন, তাঁদের হাতে উদ্ধার ও ত্রাণের সরঞ্জাম বা রসদ কিছুই নেই। ঐদিনই রাত সাড়ে দশটার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ফোনে যোগাযোগ করলে আমাদের জানানো হয়, তিনি বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে কিছু বলা যাবে না। শেষে অর্থমন্ত্রীকে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন — "দেখছি"। কিন্তু সরকার কিছুই করেনি। সামান্য উদ্ধার কাজ যা হয়েছে, তাও শুরু হয়েছে ১৯ তারিখ। উদ্ধারের জন্য পাঠানো ৪ টি স্পিডবোটের ৩ টিই অকেজো। সরকারের ৩৪টি স্পিডবোটের বাকিগুলি মেরামতির অভাবে অচল। সরকারের ভাণ্ডার শূন্য, তাই আজ থেকে কোথাও খাবার দেওয়া যাবে না। এই হল অবস্থা।

আমাদের দাবি, উদ্ধার, ত্রাণ ও বণ্টনের কাজ সব দল ও নানা সংগঠনকে যুক্ত করে করতে হবে। মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা, যাঁদের বাড়ি পড়ে গিয়েছে তাঁদের ১ লক্ষ টাকা, আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। ফসল যা নষ্ট হয়েছে তার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও বীজধান দিতে হবে। সরকারি বেসরকারি সবরকম ঋণ মকুব করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে নাকি কংগ্রেস ছাড়া কোনও দল আসেনি। এটা ঠিক নয়। আমাদের তাঁরা ডাকেননি। এস ইউ

ছয়ের পাতায় দেখুন

অধঃপতনের দায় কর্মীদের উপর চাপিয়ে সিপিএম নেতারা হাত ধুয়ে ফেলতে চান

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর নীচের তলার কর্মীদের ওপর দায় চাপিয়ে সিপিএম নেতারা জনসাধারণের সামনে নিজেদের ভূমিকা আড়াল করতে চাইছেন। সিপিএমের এক শীর্ষ নেতা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের চুরি-দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্যের উল্লেখ করে এক জনসভায় বলেছেন, যাদের একটা সাইকেলও ছিল না, তারাই এখন চার চাকার গাড়ি চড়ে ঘুরছে, পাকা বাড়ি বানাচ্ছে। বলেছেন, পঞ্চায়েতের বরাদ্দ সরকারি টাকা এবং অন্যান্য সাহায্য এই পঞ্চায়েত কর্তারা এমন ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বিলি করেন, যেন সেগুলি তাদের পৈতৃক সম্পত্তি।

সিপিএম শীর্ষনেতার এই বক্তব্য কোনও নতুন বা অজানা কথা নয়। জনগণ বহুদিন ধরেই এ সব জানেন শুধু নয়, তাঁরাই এর শিকার। আজ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধাক্কা খেয়ে সিপিএম নেতারা এ সব স্বীকার করলেন মাত্র। এমনভাবে বিপর্যস্ত না হলে তাঁরা এ সব কথা তুলতেন না। কিন্তু কর্মীদের যে পরিণতির দিকে নেতারা আঙুল তুলছেন, তার দায় কি শুধু সেই কর্মীদেরই, নেতাদের কোনও দায় নেই? নেতারা আজ এ সব কথা তুলছেন, অথচ রাজ্যের সাধারণ মানুষ যখন বছরের পর বছর ধরে একই অভিযোগ করে আসছিলেন, তখন তাঁরা সে সব কথা কানেও তোলেননি। কারণ, কর্মীদের এই সমস্ত কার্যকলাপ সেদিন রাজ্যজুড়ে তাঁদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েমে সাহায্য করেছে। না হলে, এই কর্মীরাই যখন বিরোধীদের রাজনৈতিক কাজকর্ম এবং মতপ্রকাশে বাধা দিয়েছে, নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে, বুথ দখল করেছে, ঘরবাড়ি লুঠ করেছে, মহিলাদের ধর্ষণ করেছে, বিরোধী নেতা-কর্মীদের মেরে পঙ্গু করে দিয়েছে, কিংবা খুন করেছে, তখন নেতারা কি তাতে বাধা দিয়েছেন? যদি বাধা দিতেন, প্রশাসন যদি এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিত, তবে কি কর্মীরা এ সব অপকর্ম অবাধে করতে পারত? বাস্তবে বাধা দেননি শুধু নয়, যে-কোনও মূল্যে ক্ষমতা দখলের উন্মত্ততায় নেতারা উৎসাহ জুগিয়েছেন, তাঁদের নির্দেশেই কর্মীরা এ সব করেছেন। অনেকেরই স্মরণে আছে, ধর্ষণের মতো চরম নিকৃষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত এক কর্মীকে সিপিএমের প্রয়াত এক নেতা 'দলের সম্পদ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর থেকে কী প্রমাণ হয়?

কিন্তু অধঃপতন কি শুধু কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এমন কখনও হয় না যে, দলের ওপর তলার নেতারা সৎ, নীতিনিষ্ঠ এবং গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে চলছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করছেন, আর দলের কর্মীরা সব পচে গেছে। অবশ্য নেতারা সৎ ও আদর্শবাদী হলেই তাঁরা দলের নীচের স্তরের সকল নেতা-কর্মীকে সবসময় অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন তা নয়, কিন্তু দলের মধ্যে নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের প্রক্রিয়া জারি থাকলে সেই অধঃপতন অবাধে গোটা দলকে ছেয়ে ফেলতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে সিপিএমের হাতেগোনা কিছু নেতা-কর্মী হয়তো আজও এই ধরনের চুরি-দুর্নীতি-স্বজনপোষণ-আর্থিক কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত নন, কিন্তু নীতিগতভাবে তাঁরাও দলের এই পরিণতির দায় এড়াতে পারেন না। বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই, রাইটার্স বিল্ডিং-এ মন্ত্রীদের দপ্তরগুলিতে কর্মী নিয়োগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে একের পর এক যে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠছে, তাতে ওপরতলার নেতারাও কীভাবে জড়িয়ে রয়েছেন, তা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি শিল্পমন্ত্রীর অধীন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনভেস্টিগেটরের ৮৪টি পদে নিয়োগের পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি, খাতা দেখা, প্যানেল তৈরি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর অধীন দপ্তরেও। উভয়ক্ষেত্রেই দুর্নীতি জানাজানি হওয়াতে প্যানেল বাতিল করতে হয়েছে। অবশ্য শরিক দলের মন্ত্রীরাও পিছিয়ে নেই। ফরওয়ার্ড ব্লকের অধীন কৃষি দপ্তরের কয়েক'শ' করণিক নিয়োগের পরীক্ষায় যে ধরনের দুর্নীতি হয়েছে, তাকে নির্লজ্জ বললেও কম বলা হয়। দপ্তরের অফিসার-কর্মী সংগঠনের নেতাদের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীরাই প্যানেলের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে। আর এস পি-র সমাজকল্যাণ দপ্তরে মন্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে মন্ত্রীর সই জাল করে চাকরির ফাইল পাশ করিয়ে দিয়েছেন সমাজকল্যাণ দপ্তরেরই আমলা এবং মন্ত্রীর দলের কয়েকজন নেতা।

এ সবই হিমশৈলের চূড়ামাত্র। পঞ্চায়েত

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভর্তি সমস্যা ও ডোনেশনের প্রতিবাদে ডি এস ও'র বিক্ষোভ

চলতি বছরে বীরভূম জেলার মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা চরম ভর্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যান্য জেলার মতো এখানেও পাশ করা ছাত্রের তুলনায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে আসন সংখ্যা কম। ভর্তির সুযোগ না পাওয়া ছাত্র-অভিভাবকদের অসহায়তার সুযোগ নিতে বেশিরভাগ স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তি ফর্মের দাম নিচ্ছে ৩০-৫০ টাকা। নানা অছিলায় সরকার নির্ধারিত ৭৮ টাকা ফি-র পরিবর্তে ৭ গুন বেশি টাকা ধার্য করছে। এমনকী সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বেআইনিভাবে ভর্তির সময় ছাত্রপিছু ৫০০ টাকা ডোনেশন নিচ্ছে।

এর প্রতিবাদে ১১ জুন এআইডিএসও বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে সিউড়ীতে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে ডি এম অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। ছাত্ররা ডি এম-এর অনুপস্থিতির জন্য আধঘন্টা দপ্তর অবরোধ করে এডিএম-এর কাছে দাবি পেশ করে এবং স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করে। পরে ডি আই দপ্তরে ডেপুটেশন দিলে ডিআই উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে প্রতিনিধিদের কথা দেন। ফর্মের অত্যধিক দাম ও ডোনেশন আদায় রুখতে সমস্তরকম ব্যবস্থা নেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। এই কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি কমরেড বিজয় দলুই, সহসভাপতি কমরেড ভরত রবিদাস, সম্পাদিকা কমরেড যূথিকা বীবর ও কমরেড নারু মুরমু।

মাথাভাঙায় আন্দোলনের দাবি মানতে বাধ্য হল স্কুল কর্তৃপক্ষ

হাজরাহাট হরিশচন্দ্র হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ডোনেশন নেওয়ার প্রতিবাদে ১৮ জুন সারাদিন মাথাভাঙা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ জানাল এআইডিএসও। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৩৬৫ টাকা দাবি করায় ১০০ জন ছাত্র ভর্তি হতে পারছিল না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির কাছে দরবার করেও সুরাহা না হওয়ায় সংগঠনের নেতৃত্বে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 'ছাত্রদরদী' এসএফআই ছাত্রদের পাশে না দাঁড়িয়ে উল্টে ছাত্রদের হুমকি দেয়, ডোনেশন দিয়ে সেইদিনই ভর্তি না হলে তাদের আর ভর্তি করা হবে না। সরকার নির্ধারিত ফি-তে ছাত্রদের ভর্তির দাবিতে সারাদিন ঘেরাও চলার পর সন্ধ্যা ৭টায় স্কুলের শিক্ষক সুনীল বর্মন এআই অফিসে এসে ডোনেশন প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেন। দাবি আদায় হওয়ায় ছাত্ররা ঘেরাও তুলে নেয়।

করিমপুরে ফাজিলনগর হাইস্কুলে অভিভাবকদের আন্দোলনের জয়

ফাজিলনগর হাইস্কুল এলাকার সাধারণ দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক ব্যয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পর্ষদ নির্ধারিত ভর্তি ফি-এর অতিরিক্ত ৬০ টাকা করে ডোনেশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতি মাসে ৬০ টাকা 'দান' সহ ১২০ টাকা ভর্তির সময় নেওয়া হলেও ৪৫ টাকার রশিদ দেওয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের এই অন্যায় কার্যকলাপ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে নেওয়া বাড়তি টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষপর্যন্ত তা দেয়নি। এ বছরের শুরুতে অভিভাবকদের নিয়ে গড়ে ওঠা 'ফাজিলনগর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচাও কমিটি' ভর্তির দিন কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়, ভর্তি বন্ধ করে দেয়। কমিটির পক্ষ থেকে এসডিও, বিডিও, ডিআই এবং লোকাল প্রশাসনকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ পর্ষদ নির্ধারিত বার্ষিক ফি ৬৩ টাকা নিয়ে ২৬ মে থেকে ভর্তি নিতে বাধ্য হয়। শিক্ষায় ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের আন্দোলনের জয় এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহ জুগিয়েছে।

স্কুলে 'লাইব্রেরি ফি' নেওয়া হলেও লাইব্রেরি গড়ে তোলা এবং ছাত্রছাত্রীদের বই দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া পঠন-পাঠনের চূড়ান্ত অব্যবস্থা, সিলেবাস একই থাকা সত্ত্বেও প্রতি শিক্ষাবর্ষে নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করে প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ নেওয়া, মিড-ডে মিলের অর্থ নয়ছয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিনের পর দিন স্কুলে না এসেও আগের তারিখে সই করা, ডিউটিতে থাকার নাম করে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রতি মাসে ১০-১৫ দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকা, বার্ষিক ছুটি ৬৫ দিন থাকলেও প্রায় ১০০ দিন ছুটি ভোগ করা প্রভৃতি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন জারি রয়েছে। ফাজিলনগর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচাও কমিটির এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন শেরফুল আনসারী, ইলিয়াস বিশ্বাস, জামরুল সেখ, কিয়াসিব বিশ্বাস, সাজন শাহ, হাসান সেখ, আসির সাহ প্রমুখ।

মুরারই কবি নজরুল কলেজে আন্দোলনের জয়

রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতোই বীরভূম জেলাতেও মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সমস্যা তীব্র। ফর্মের দাম ও ডোনেশন নেওয়া হচ্ছে ইচ্ছামতো। মুরারই কবি নজরুল কলেজের কর্তৃপক্ষ উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে ভর্তি ফর্মের দাম তিরিশ টাকা, ডোনেশন দু'শো টাকা সহ মোট ৪২০ টাকা ধার্য করে, যা এলাকার সাধারণ ও গরিব পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের আয়ত্তের বাইরে।

এই পরিস্থিতিতে ৩ জুন এআইডিএসও মুরারই আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে শতাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তির কাউন্টার অবরোধ করে এবং প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন দেয়। তিনি সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে ছাত্রদের অবরোধে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন পুনরায় অবরোধ চলে এবং প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করা হয়। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত তিনি ফর্মের দাম কমানো, ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া, গরিব ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ডোনেশন না নেওয়া এবং সরকার নির্ধারিত ফি নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা কমিটির সহসভাপতি কমরেড ভরত রবিদাস, সম্পাদিকা কমরেড যূথিকা বীবর, কমরেড বাচ্চু নস্কর, কমরেড মিঠু রবিদাস প্রমুখ।

বাঁকুড়া বিদ্যুৎ সার্কেল ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশন ও দাবি আদায়

পুনরায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ষড়যন্ত্র, গ্রাহক পরিষেবার দুরবস্থা, লোডশেডিং, ভুতুড়ে বিল, মিটার-ট্রান্সফরমারের সমস্যা, গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে টালবাহানা, কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের জেনাস কোম্পানির লাগানো ত্রুটিপূর্ণ মিটার, বিলে মারাত্মক কারচুপি প্রভৃতিতে জেরবার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয় ৬ জুন বাঁকুড়া সার্কেল ম্যানেজার দপ্তরে।

অ্যাবেকা জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, সভাপতি বলরাম পালের নেতৃত্বে দশ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সার্কেল ম্যানেজারের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন 'অ্যাবেকা'র রাজ্য সম্পাদক অনুকূল ভদ্র। তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি দ্রুত কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন। দাবিগুলি হল, জেনাস কোম্পানির মিটার পরিবর্তন, বিল সংশোধন, আবেদনকারীদের লাইন না কাটা, অন্যান্য স্তরের মিটারের মতো কৃষি মিটার গ্রাহকরা যাতে বুঝতে পারে, রিডিং দেখতে পায়, তেমনভাবে হলদে কার্ডে রিডিং নোট রাখার ব্যবস্থা করা, নূতন কৃষি বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য জেলাতে ১০০ জনকে ভর্তুকি দেওয়া, এলপিএসসি যাদের মকুব হয়নি তা দ্রুত করা ইত্যাদি। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যাতে দ্রুত এবং গুরুত্ব সহকারে দেখেন তা নিয়েও সবিশেষ আলোচনা হয়।

ছাতনা-বাঁকুড়া-ওন্দা-বিষ্ণুপুর-সোনামুখী, ইন্দাস, জয়পুর, কোতুলপুর প্রভৃতি গ্রুপ সাপ্লাইয়ের গ্রাহক নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে বীরেন মণ্ডল, তপন ঢক, অ্যাডভোকেট হরিদাস ব্যানার্জী, অমিয় গোস্বামী, সুধাংশু রায়, কৃষ্ণ বিশ্বাস, হনুমান পাত্র, কমলাকান্ত কর্মকার, বিজয় পাল, রসিদুল প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

আন্দোলনের চাপে পি এফের ফাইনাল পেমেন্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

দীর্ঘ ১৩ বছর যাবৎ কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা পি এফ-এর কোনও হিসাব পাচ্ছেন না। প্রচুর টাকা নয়ছয়ের আশঙ্কা করছেন তাঁরা। অবসরের পরে দু'বছর যাবৎ পি এফের ফাইনাল পেমেন্ট পাচ্ছেন না, এমনকী পি এফ লোন প্রদানও দু'বছর যাবৎ বন্ধ। দেখা যাচ্ছে কোনও হিসাবই প্রায় নেই। যাকে যেমন খুশি টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং টাকা নিয়মিত যথাস্থানে জমা না পড়ায় কোটি কোটি টাকার সুদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষকরা; তা যাচ্ছে অন্যদের পকেটে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ জুন বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দীর্ঘ আলোচনান্তে ডি আই প্রতিশ্রুতি দেন, একমাসের মধ্যে হিসাব সম্পূর্ণ করে কাউন্সিলকে টাকা হস্তান্তর করা হবে। এ ছাড়া এক মাসের মধ্যে পি এফের ফাইনাল পেমেন্ট এবং পি এফ লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। হিসাবদানের ক্ষেত্রে কিছুটা সময় চেয়ে তাও দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

এই সাথে কলকাতার সর্বত্র সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে মিড ডে মিল হিসাবে শুকনো পুষ্টিকর খাবার প্রদানের দাবি জানানো হয়। এত ঢাকঢোল বাজানো সত্ত্বেও কলকাতার ১২০০ স্কুলের মধ্যে ৭৬টি স্কুলে এখন পর্যন্ত মিড মে মিল দেওয়া হচ্ছে, তাও সুষ্ঠুভাবে নয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা, জেলা সভাপতি বীরেন দেব, সম্পাদিকা তপতী মিত্র প্রমুখ।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

ক্যানিংয়ের নিকারিঘাটা এস ইউ সি আই আঞ্চলিক কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড সুভাষ মণ্ডল ৮ জুন সকালে আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। ছাত্র জীবনে, ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনের সময়ই তিনি এ আই ডি এস ও'র সাথে যুক্ত হন। এই প্রক্রিয়াতেই দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। সকালে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্রই ক্যানিং পার্টি অফিস ও অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কমরেডরা হাসপাতালে ছুটে যান। বিকালে কমরেড মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায়। সন্ধ্যায় প্রয়াত কমরেডের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে আনা হলে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এস ইউ সি আই ক্যানিং শাখার পক্ষে কমরেড বাদল সরদার, দলের আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেডস্ আলকাছ সেখ, মুজিবর মণ্ডল, ওয়াজেদ সরদার। এ ছাড়াও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড হারান মোল্লা, মামুদালি সেখ, মহিউদ্দিন সেখ, রহিম মণ্ডল প্রমুখ।

১৩ জুন অঞ্চলগতভাবে হাতামারি স্কুল মাঠে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ সভায় যোগ দেন। কমরেড সুভাষ মণ্ডলের ছবিতে দল ও গণসংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দের সাথে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত কমরেডের স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার।

কমরেড সুভাষ মণ্ডল লাল সেলাম

বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ মজিবর সেখ স্মরণে সভা

বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ মজিবর সেখ স্মরণে বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ১২ জুন বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফেডারেশনের জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড আনিসুল আম্বিয়া সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করতে এলাকায় এলাকায় শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি গঠনের কথা বলেন।

প্রধান বক্তা, ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস মজিবর সেখের আত্মাহুতির যথার্থ মর্যাদা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে তীব্রতর করার আবেদন জানান।

এ আই ইউ টি ইউ সি মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন এ আই ইউ টি ইউ সি'র সহসভাপতি কমরেড সাধন রায়।

ঐদিনই ঔরঙ্গাবাদের নেতাজী মোড়ে মজিবর সেখ স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি কমরেড আবদুস সাইদ এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড আবদুল খালেক।

সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলাশিবির

সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে ৮ জুন আমবাড়িতে জেলাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের লাগাতার আন্দোলনের ফলে ভ্যানচালকরা তাদের মোটরভ্যান চালানোর অধিকার পেলেও সরকারিভাবে এখনও লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন পায়নি। তাই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে আন্দোলন তীব্রতর করতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংগঠন এবং বর্তমান বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সুজিত ভট্টশালী, রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এবং এ আই ইউ টি ইউ সি'র দার্জিলিং জেলা সভাপতি গৌতম ভট্টাচার্য। শিবির পরিচালনা করেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক জয় লোধ।

মৈপীঠের ঘরছাড়া মানুষরা কলকাতার রাস্তায়

রাজ্যপালের কাছে প্রতিকারের আর্জি

পাশে দাঁড়ালেন বুদ্ধিজীবীরাও

কলকাতায় এসপ্ল্যানেডে মেট্রোর সামনে ১৯-২০ জুন অস্থায়ী ছাউনির তলায় অবস্থানে বসেছিলেন হাতভাঙা, মাথায় সেলাই, বন্দুকের গুলিতে পা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়, ক্ষত-বিক্ষত মুখ কয়েকশ' মানুষ। তাঁদের কারও চোখে জল, কারও গালে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের স্পষ্ট দাগ, কারও কাঁদবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

ওঁরা কলকাতা শহর তথা প্রচারমাধ্যমের আলো থেকে বহু দূরে থাকা দুর্গম এলাকা দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুরের কৃষক ও কৃষক রমণী, আর তাঁদের সন্তানেরা। সিপিএম ফ্রন্টের 'উন্নততর' শাসনের বিরোধিতা করেছেন ওঁরা, খুন-লুঠ-ধর্ষণের রাজত্বের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেই 'অপরাধে' সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনীর অত্যাচারে ওঁরা আহত, ক্ষত-বিক্ষত। চাষের জমি, পুকুর, ঘর-বাড়ি, গ্রাম, জন্মভিটে থেকে ওঁরা বিতাড়িত — কেউ সদ্য, কেউ বা বহু বছর। এর আগে ওঁদের বেশ কয়েকজনকে হয় পিটিয়ে, নয়তো গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। কত মা-বোন এই দুষ্কৃতী বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। লোকলজ্জায় সে সব গোপনেই থাকে, গুমরে মরে তাঁদের বুকভাঙা কান্না।

সিপিএম ক্রিমিনালদের হাতে সেখানকার কৃষক-খেতমজুর-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের দুর্দশার চেহারা সরেজমিনে দেখতে ১২ জুন মৈপীঠে গিয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার সহ এক প্রতিনিধি দল। নানা সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরাও ছিলেন। গণদাবী'র গত সংখ্যায় তার মর্মান্তিক বিবরণ সহ সেখানকার চাষী-মজুরের দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে একটানা হার-না-মানা প্রতিবাদের কাহিনী আমরা তুলে ধরেছি। এলাকায় গিয়ে যাঁদের দেখা পাইনি, সেই আহত ও ঘরছাড়া সংগ্রামী মানুষদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল ১৯-২০ জুন কলকাতার অবস্থান মঞ্চে। তাঁরা এসেছিলেন সিপিএমের অত্যাচারের চেহারাটা রাজ্যবাসী এবং রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরতে। এলাকায় অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানো, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও সিপিএম দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন তাঁরা রাজ্যপালের কাছে।

অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন টি এম সি'র চিফ হুইপ অশোক দেব। মঞ্চে উপবিষ্ট (ডানদিক থেকে) কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেডস্ দেবপ্রসাদ সরকার ও জয়কৃষ্ণ হালদার

ওরা সব কেড়ে নিয়েছে, বাচ্চার খাবারও ঘরে নেই

অবস্থানে বসেছিলেন উত্তর বৈকুণ্ঠপুরের গুরুপদ শী। পঞ্চায়েত ভোটের পর সিপিএম হার্মাদরা মেরে তাঁর দুটো হাতই ভেঙে দিয়েছে। সারা পিঠে কালসিটে পড়া মারের দাগ। চাষের কাজও বন্ধ করে দিয়েছে। অপরাধ, পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএমের বিরুদ্ধে মৈপীঠ নাগরিক কমিটির প্রার্থীদের সমর্থন করেছিলেন তিনি। তাঁর দু-ভাইকেও পিটিয়েছে ওরা। তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি কলকাতার অবস্থানে, সিপিএম ক্রিমিনালরা কড়া নজর রেখেছে। গুরুপদবাবুকে আগেই ওরা এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেছিল, তাই আসতে পেরেছেন।

কিশোরীমোহনপুর থেকে এসেছিলেন মদনমোহন মাইতি। সিপিএম ত্যাগ করার 'অপরাধে' চার বছর বাড়িছাড়া। এবার বাড়ি ফিরেছিলেন ভোট দেবেন বলে। এত স্পর্ধা! ভোটের আগের দিন সিপিএম মেরে তাঁর একটা হাত ভেঙে দিয়েছে, স্ত্রী এবং ৫ বছরের শিশু সন্তানকেও মেরেছে, মাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে পিটিয়েছে। সবাই হাসপাতালে ছিলেন, সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ি ভাঙচুর করে লুঠ করা হয়েছে। মাঠের চাষ বন্ধ। সবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মদনবাবু বললেন, এখন যে আবার তাদের উপর কী হচ্ছে — জানি না।

কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্বতন সহ-সভাপতি তথা এস ইউ সি আই নেতা শক্তি জানাও ছিলেন অবস্থানে। তাঁর একটি হাত ভাঙা, মাথায় কয়েকটা সেলাই। নির্বাচনের আগের দিন লোহার রড দিয়ে তাঁকে পেটানো হয়।

মৈপীঠের ভুবনেশ্বরী চরের বাসিন্দা রবীন পুরকাইতের একটা হাত সিপিএম দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত। ভোটের আগের দিন ক্রিমিনাল বাহিনী বোমা-বন্দুক নিয়ে আক্রমণ চালালে অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে তিনিও প্রতিবাদ জানাতে বেরিয়েছিলেন। তখনই বোমা এসে লাগে তাঁর হাতে। তিনিও এসেছেন অবস্থানে।

ওইদিন বিনোদপুরের যাদব পুরকাইতেরও পায়ে গুলি লাগে। হাসপাতালে অপারেশনের পর সেই গুলি থানার এক সাব-ইন্সপেক্টরের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ অফিসার সেটা ফেলে দিয়েছেন বলে অভিযোগ জানালেন যাদববাবু।

বিনোদপুরের তপন গিরির জানুর একদিকে গুলি ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। গুলিবিদ্ধ পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনিও এসেছেন। তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

তপনবাবুর স্ত্রী রাধারানি দেবীর মুখ ক্ষতবিক্ষত। বললেন, সিপিএমের পঞ্চায়েত সভাপতি সুকুমার সরদার বন্দুকের নল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন দশা করেছে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বুকে বারবার আঘাত করেছে। যন্ত্রণায় অস্থির হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালে যেতে দেয়নি।

অম্বিকানগরের নেপাল আদকের দু-পায়ে অসংখ্য গুলির দাগ দেখে তা ছিটে-বন্দুকের গুলি কি না জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, এগুলো এল-জি'র গুলি। ডাক্তারবাবু অপারেশন করে ১১টা বের করেছেন, গুলিগুলো থানায় জমা দিয়েছি। আরও অনেকগুলো থেকে গিয়েছে। বলেছেন, এগুলো বের করা যাবে না।

কিশোরীমোহনপুরের গ্রামীণ পশু চিকিৎসক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এস ইউ সি আই করার 'অপরাধে' গত দু-বছর গ্রাম থেকে বিতাড়িত। তিন বছর তাঁর সাড়ে চার বিঘা জমিতে চাষ বন্ধ করে দিয়েছে সিপিএম। ভোটের এক সপ্তাহ আগে বাড়ি ফিরেছিলেন। পুলিশ ও বহিরাগত হার্মাদরা মিলে সিপিএমের হয়ে এমনভাবে নৃশংস অত্যাচার নামিয়ে আনবে ভাবতে পারেননি। তাঁরও একটা হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কনুইয়ের অবস্থাও ভালো নয় বলে জানালেন তিনি। স্ত্রীও অত্যাচারিত, কলকাতার অবস্থানে যোগ দিয়েছেন তিনিও।

বিনোদপুরের রতন গিরির ওপরও নেমে এসেছিল হার্মাদদের আক্রমণ। তাঁর একটি হাতের পাঞ্জা ভেঙে গিয়েছে, বীভৎস রকম ফুলে রয়েছে। তাই নিয়েই এসেছেন অবস্থানে। তাঁর বাড়ি ভেঙে দিয়েছে ওরা।

বিনোদপুর থেকে এসেছেন গৃহবধূ প্রমীলা দাস। থমথমে চোখমুখ, চোখের জলের শুকনো দাগ তখনও গালে স্পষ্ট। বললেন, আমার বাড়ির সব লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে সিপিএম। পাশে দাঁড়ানো ছোট্ট শিশুটিকে দেখিয়ে বললেন, এর পরনের জামা-প্যান্টও ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আর কোনও দিন হয়তো বাড়ি ফিরতে পারব না। মায়ের পিঠে হাত রেখে শিশুটি তখন দাঁড়িয়ে আছে, তারও হাতে ছোট্ট প্লাকার্ড — তাতে বাঁচার দাবি।

বিনোদপুরেরই রেনুকা মাইতির কাঁদবার ক্ষমতাও আর নেই। বললেন, ওরা আমাদের পেটাচ্ছে। ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেছে। শেষ পর্যন্ত ভোটের আগের দিন বাড়িছাড়া করেছে।

চারের পাতায় দেখুন

১৯ ও ২০ জুন মৈপীঠ নাগরিক কমিটির অবস্থানে জনসমাবেশের একাংশ

মৈপীঠের ঘরছাড়া মানুষদের অবস্থানে বুদ্ধিজীবীদের সংহতি জ্ঞাপন

তিনের পাতার পর

কারণ কী জিজ্ঞেস করায় বললেন, আমরা এস ইউ সি আই করি, নাগরিক কমিটি করি। আমরা ওদের সঙ্গে মেলামেশা করি না, আমার ছেলেকেও (১৯) ওদের সঙ্গে মিশতে দিই না। এই আমাদের 'দোষ'। কেন মেশেন না, কেন ছেলেকে মেলামেশা করতে দেন না ওদের সঙ্গে— প্রশ্ন করতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ওদের সঙ্গে মেশা মানেই মদ খাওয়া, তাড়ি খাওয়া। ছেলেটাকে মিশতে দিলে ওরা তাকে মদ-তাড়ি খাওয়া শেখাবে, চুরি-ডাকাতিতে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারপর ধরা পড়লে মায়ের ডাক পড়বে— জরিমানা দিয়ে যাও। এসব তো প্রায়ই হচ্ছে। ১০-১২ বছরের ছেলেদেরও হাতে মদের গেলাস ধরিয়ে দিয়েছে ওরা। ওদের সঙ্গে ছেলেকে মিশতে দেবো?

সুপ্রিয়া মণ্ডল এসেছেন দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর থেকে। বললেন, শাশুড়ি, ভাসুর, জা সহ সবাইকে পিটিয়েছে। সবাই এখন বাড়িছাড়া। বাড়ির সব লুঠ হয়ে গেছে। পরনের জামা-কাপড়, ছেলেমেয়েদের বইপত্র কিছু নেই। এই শাড়িটাও অন্যের থেকে চেয়ে পরে এসেছি। ছেলেটা মাধ্যমিক পাস করেছে, কিন্তু এলাকা ছাড়া, ভর্তি হতে পারছে না। মেয়ে দুটোর একটা ক্লাস টেনে, অন্যটা ক্লাস সিক্সে পড়ে। তারা আত্মীয়ের বাড়িতে আছে।

এক মহিলা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, ওরা সব কেড়ে নিয়ে গেছে। বাড়িতে বাচ্চাগুলোকে যে দুটো খেতে দেবো, সে উপায়ও ওরা রাখেনি। নাম বলতে চাননি মহিলা, পাছে সিপিএম আরও অত্যাচার চালায়।

বি এইচ এম এস ডাক্তার শঙ্কর সামন্ত বললেন, কখনও রাজনীতির সঙ্গে ছিলাম না। সিপিএমের আচরণ, অত্যাচার দেখে দেখে আর স্থির থাকতে পারিনি। তাই নাগরিক কমিটি গঠনে অন্যদের সঙ্গে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। শপথ নিয়েছিলাম, আমরা বোমা-বন্দুক ব্যবহারের পথে যাব না, গণতান্ত্রিক পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলব এবং জনগণ যেহেতু সিপিএমের বিরুদ্ধে, ফলে পঞ্চায়েত

অবস্থান সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন

ভোটে মৈপীঠকে ওদের সন্ত্রাস থেকে, মদ-জুয়া-বন্দুকের রাজত্ব থেকে মুক্ত করতে পারব, ওদের হাত থেকে মেয়েদের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারব। শুধু একটি অঞ্চলেরই পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ নির্বাচনী মিছিলে সামিল হয়েছিলেন— ভাবা যায়! সিপিএমের ঝান্ডা ধরার মতো বিশেষ কেউ ছিল না। ভাড়াটে ডাকাত ও খুনিরা বোমা-বন্দুক নিয়ে দু-দু বার দল বেঁধে আক্রমণ করতে এসেছে, আমরা গ্রামবাসীরা দলবদ্ধভাবে তাদের হটিয়ে দিয়েছি। শেষবার তো ৯ জন ডাকাতকে বন্দুক সহ ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। ফলে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, পুলিশ ডাকাতদের ছেড়ে দিল, এবং আহত গ্রামবাসীদের সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করল। সিপিএম এরপর যে খেলা শুরু করল তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। সামনে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে পিছনে সিপিএমের ক্রিমিনালরা এভাবে আক্রমণ চালাতে পারে, ভাবতেই পারিনি। তাই-ই হল। পুলিশ পিটিয়ে গ্রামবাসীদের হটিয়ে দিয়ে সিপিএম ক্রিমিনালদের অত্যাচার চালাবার সুযোগ করে দিল। এক পুলিশ অফিসার এলাকায় দাঁড়িয়ে থেকে খুনিগুলোকে উৎসাহ দিতে লাগল। ভোটের দিন গ্রামের মানুষ ভোট দিতে যেতে পারল না, ওরাই সব ছাপ্পা ভোট দিল। কিছু বুথে বন্দুকের সামনে প্রকাশ্যে ভোটারদের ভোট দিতে বাধ্য করল। তিনটি বুথে আমরা সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলাম, ভোটাররা ভোট দিতে পেরেছিল। সেই তিনটি আসনে নাগরিক কমিটি জিতেছে। আজ ভাবছি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

মৈপীঠে সিপিএম হার্মাদবাহিনীর আক্রমণের প্রতিবাদ ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবি জানাতে সামিল (ডানদিক থেকে) তপন রায়চৌধুরী, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম নেতা নন্দ পাত্র

পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আশা কি তাহলে ভুল ছিল! সরকার ও প্রশাসন কি চাইছে যে, আমরা গ্রামবাসীরা হাতে বোমা-বন্দুক তুলে নিয়ে হার্মাদদের মোকাবিলা করি!

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন নাগরিক কমিটির প্রতিনিধিরা

২০ জুন বিকালে এসপ্লানেডে অবস্থানরত মৈপীঠ নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে ৯ জনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এই দলে ছিলেন নাগরিক কমিটির সম্পাদক সুধাংশু জানা, সহ-সভাপতি ডাঃ শঙ্কর সামন্ত, মনোরঞ্জন পণ্ডিত, মাধবী পণ্ডিত, গুরুপদ শী, শক্তি জানা, মদন মাইতি, বাবলু মণ্ডল ও ডাঃ নীলরতন নাইয়া। তাঁদের পেশ করা স্মারকলিপিতে, মৈপীঠে দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে সাধারণ মানুষের ওপর সিপিএমের খুন-ধর্ষণ-লুঠ-সন্ত্রাসের তথ্যাদি রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এলাকার সাধারণ মানুষের ওপর সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁরা স্মারকলিপিতে বলেছেন, 'আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের সহৃদয় রাজ্যপাল মৈপীঠের অত্যাচারিত জনগণের পাশে দাঁড়াবেন এবং সমস্ত সহায়তা দিয়ে আমাদের বাঁচার আন্দোলনকে রক্ষা করবেন, পুলিশ-প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন'। প্রশাসনের কোন্ কোন্ স্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে খোঁজ নিয়ে রাজ্যপাল বলেন, তিনি মৈপীঠের সংবাদ আগেই জেনেছেন। এ বিষয়ে তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে যতদূর করা সম্ভব, তা তিনি করবেন।

সংহতি জানালেন রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা

দু'দিনের অবস্থানে মৈপীঠের অত্যাচারিত মানুষজনের দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং তাঁদের সংগ্রামের পাশে থাকার অঙ্গীকার ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেস, এস ইউ সি আইয়ের নেতৃবৃন্দ এবং শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিনিধিবৃন্দ। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গত ১২ জুন সরেজমিনে তাঁর মৈপীঠ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেস যৌথভাবে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাবে। রাজ্যের যেখানেই সিপিএম হার্মাদদের হাতে মানুষ অত্যাচারিত হবেন, সেখানেই অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো হবে এবং যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার মোকাবিলা করা হবে। বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক অশোক দেব অবস্থানরত অত্যাচারিত মানুষদের উদ্দেশে বলেন, মনে রাখবেন, আপনারা একা নন। আপনাদের পাশে আছে সারা রাজ্যের মানুষ। আপনারা চোখের জলকে আগুনে পরিণত করে সেই আগুনে সিপিএম

মৈপীঠ নাগরিক কমিটির অবস্থান সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট কবি ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল

হার্মাদদের পুড়িয়ে মারুন। আইনজীবী বিমান মুখোপাধ্যায়ও তাঁর বক্তব্যে মৈপীঠ নাগরিক কমিটির লড়াইয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই নেত্রী প্রতিভা মুখার্জী। তিনি বলেন, মৈপীঠের জনগণের ওপর সিপিএমের ফ্যাসিস্ট অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই চলছে ১৯ বছর ধরে। কিন্তু বাইরের জগৎ তার খবর জানত না। সংবাদমাধ্যমে তার সংবাদ প্রচারিত হয়নি। তিনি বলেন, সিপিএম কোনও দিনই কমিউনিস্ট ছিল না। আজ তাদের আর বামপন্থীও বলা চলে না। ওরা দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণীর সেবাদাসত্ব করতে আজ সরাসরি চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের ওপর দমন-পীড়ন-অত্যাচার চালাচ্ছে। তিনি বলেন, সিপিএম মৈপীঠে মানুষের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালিয়েছে, ঘর-বাড়ি ভেঙে দিয়েছে, সর্বস্ব লুঠ করেছে, মানুষ খুন করেছে, মা-বোনেদের ওপর নারকীয় অত্যাচার করে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও মানুষ ফ্যাসিস্ট শাসকদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে, সর্বস্বহারা হয়েও লড়াই করে যাচ্ছে, মাথা নত করেনি। জনগণের এই হার-না-মানা সংগঠিত আন্দোলনকেই ওদের ভয়। পরিশেষে অবস্থানকারীদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন, মরতে একদিন আমাদের সবাইকেই হবে। তবে ফ্যাসিস্ট শাসকদের পদলেহন করে নয়, মাথা উঁচু করে সত্যিকারের মানুষের মর্যাদা নিয়ে লড়াই করে মরতে হবে।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অন্যতম সম্পাদক, প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন,

সাতের পাতায় দেখুন

মৈপীঠে আক্রান্ত কৃষকদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মিছিল

সরকারি অবহেলা ক্ষমার অযোগ্য

একের পাতার পর

মানুষ নিঃস্ব হয়েছেন তার হিসাব সরকার রাখে না। কত মানুষ চোখের জলে গৃহপালিত গরু মহিষের দড়ি খুলে বানের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন তারও খবর সরকারি দপ্তরে পাওয়া যায় না। কেবল গ্রামে গ্রামে মানুষ যখন তাদের দুঃখের কথা বলে, তখনই জানা যায়, গত বন্যায় কীভাবে ত্রাণের টাকা নয়ছয় হয়েছে এবং কারা কারা সেই টাকায় বড়লোক হয়েছে।

কাব্য করে বন্যাপীড়িতদের নাম দেওয়া হয়েছে বানভাসি। কিন্তু তা ভেলায় ভেসে প্রমোদভ্রমণ নয়। বাংলার অজানা কবি কোনও এক সময়ে বড় দুঃখে লিখেছিলেন — '' উনপঞ্চাশ সালের আশ্বিন মাসের উনত্রিশ তারিখে বন্যা হয়, তাতে ভেসে গেল কত লোক, হায় তাদের জন্য করুণা হয়।'' এখন বাংলার ১৪১৫ সাল, পঁয়ষট্টি বছর পরেও এই গান মর্মান্তিকভাবে সত্য। এই পঁয়ষট্টি বছরে বিজ্ঞান এগিয়েছে, নদীবিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। হল্যান্ডে মানুষ সাগর বেঁধে ফেলেছে। ইংরেজ গিয়েছে, কংগ্রেস এসেছে, বিজেপি এসেছে, সিপিএমও রাজ্যের ক্ষমতায় সরাসরি এসেছে, ঘুরপথে কেন্দ্রের ওপর তার কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নদী-শাসনে আজও সেই জরাজীর্ণ জমিদারি বাঁধ প্রায় একমাত্র অবলম্বন হয়ে রয়েছে। নদীখাতগুলি পলি জমে জমে উঁচু হয়েছে, অনেক জায়গায় নদীতল মাঠের থেকে উঁচু হয়ে গিয়েছে। নদীখাতের দু'ধারের বাঁধে ভাঙন ধরলেই উঁচু নদীতল থেকে নিচু মাঠে জল নেমে আসছে। স্বাধীনতার পর বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল একাধিক জলাধার ও নদীবাঁধ। দামোদর, ময়ূরাক্ষীর মতো বন্যাপ্রবণ নদী বাঁধা হয়েছিল। ভাগীরথীর ওপর তৈরি হয়েছিল ফরাক্কা ব্যারেজ। কিন্তু সেগুলি রক্ষার কাজে চূড়ান্ত অবহেলা করা হয়েছে। পলি তুলে জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা অটুট না রাখার ফলে জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতা কোথাও কোথাও এমনকী অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।

সামান্য বর্ষণেই ডুবেছে কলকাতা শহর। কারণ সকলেরই জানা। খাল সংস্কার করা হয়নি। নিকাশি পাইপের পলি তোলা হয়নি। উন্নয়নের নামে কলকাতার জলনিকাশির প্রধান পথ পূর্বদিকে নগরায়ণ হয়েছে, দ্রুত বিমানবন্দরে পৌঁছাবার জন্য তৈরি হয়েছে বাইপাস, যা বাঁধের মতো শহরের জলনিকাশির পথ আগলে ঢালু শহরের ঢাল মেরে দিয়ে তাকে গামলার মতো চেহারা দিয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনের ভোটে জেতার জন্য পুরনো মিউনিসিপ্যাল এলাকার যে অংশটিকে কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে সেখানে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার নামে বিদেশি ঋণের ২৫০০ কোটি টাকা লুঠের মহাযজ্ঞ চলছে। পুরনো আমলে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ব্যবস্থা ছিল, প্রমোটাররাজের কল্যাণে তা ভেঙে গিয়েছে। খাল সংস্কার হয়নি, আবার শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতে সমাজবিরোধীদের কাজে লাগিয়ে পুরনো পুকুর, ডোবা, জলাভূমি বোজানো হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। অপরিকল্পিতভাবে গজিয়ে ওঠা এই নগরায়ণের পরিণামে অ্যাডেড এরিয়ায় জল জমার সমস্যা এখন স্থায়ী রূপ নিয়েছে। সবটাই ঘটেছে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে, এলাকায় এলাকায় শাসকদলের নেতা ও মস্তানদের সহায়তায়।

এ বছরের শুরুতেই, মেদিনীপুরে বন্যার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর তৈরি চাণ্ডিল জলাধার থেকে আচমকা বিপুল জল ছাড়া। তার ফলে জল তিলে তিলে বাড়েনি, আচমকা তীব্র জলস্রোত সব ভেঙেচুরে প্রলয় ঘটিয়ে বয়ে গেছে। জাতীয় সড়কের ওপর থেকে গাড়ি ভেসে গিয়েছে, রেলসেতু ভেঙে দক্ষিণপূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ মেল এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, চাণ্ডিল থেকে জল ছাড়ার ফলে সৃষ্ট এই বন্যার জন্য ঝাড়খণ্ড সরকার দায়ী। কিন্তু নদী তো দুই রাজ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে, যে বাঁধের অবস্থার প্রভাব এ রাজ্যের মানুষের ওপর পড়বে সেই বাঁধের অবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও মাথাব্যথা ছিল কি? রাজ্য সরকার কি ঝাড়খণ্ড সরকারকে সতর্ক করেছিল? কেন্দ্রে তো এখন সি পি এমের সমর্থনে টিকে থাকা সরকার ক্ষমতাসীন। কেন্দ্রের ওপর তারা কি কার্যকরী চাপ দিয়েছিল নদীবাঁধ ও জলাধারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য? এক কথায় এর উত্তর — না। কেবল এ বছর নয়, এই প্রশ্ন উঠছে সেই ১৯৭৮ সালের বন্যার সময় থেকে। দু'হাজার সালে রাজ্যে বিধ্বংসী বন্যার পরও এই প্রশ্নগুলি উঠেছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। ইতিমধ্যে তথাকথিত উন্নয়নের পরিণতিতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়েছে। জলাধারের নীচে পলি তোলা হয়নি, জলের ওপর প্রমোদ তরণী চলার ব্যবস্থা হয়েছে। পর্যটনের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য আধুনিক হোটেল, গেস্ট হাউস হয়েছে।

পঁয়ষট্টি বছর আগে গ্রামীণ কবি বন্যাপীড়িতের ব্যথার বয়ান দিয়ে যে গান গেয়েছিলেন সেই ব্যথা অনেক বেড়েছে। সেদিন গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে বন্যার্ত মানুষ শহরে এসে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, আজ ভিক্ষা অমিল। আধুনিক শপিং মল কালচারে গরিবের জন্য দরদ প্রকাশ করা পুরনো দিনের প্যানপ্যানানি। বন্যার্ত মানুষ এখন শহরে এসে স্টেশনে থাকতে পারে না, খালপাড় রেলধারে বসবাসও বেআইনি। হাইরাইজ ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায় সিকিউরিটি গার্ড। শরণার্থী সেখানে অবাঞ্ছিত। শরণার্থী এবং তস্কর এক পর্যায়ে।

বছরের পর বছর বসেছে নদী কমিশন, রিপোর্টের পর রিপোর্টের পাহাড় জমেছে। কিন্তু কার্যকর কিছু হয়নি। বাঁধ মেরামতের প্রহসন চলেছে বছরের পর বছর। জীর্ণ বাঁধের দুর্বল জায়গা ভেঙে 'হানা'র মুখ দিয়ে হানা দিয়েছে মারণস্রোত। জল এখানে জীবন নয়, মৃত্যুর নামান্তর। সেচদপ্তরের কর্তা আর ঠিকাদারদের পকেট ভরেছে। বন্যা তাদের বরাত খুলে দেয়। তাই শোনা যায়, তারা পুজো দেয় যাতে বন্যা ঠিকমতো হয়। বন্যা হলেই টাকার বন্যা বইবে। গত বছর কাটোয়ার বন্যায় সরকার তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। টি ভি ক্যামেরার সামনে বন্যায় ঘরবাড়ি খোয়ানো মানুষেরা বলছেন, তাঁরা সরকারি সাহায্য পাননি। এখন পর্যন্ত সরকারি হিসাবে পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৫০টি আশ্রয় শিবিরে ৫৫ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। কেমন সেই ত্রাণ? সংবাদে প্রকাশ, ত্রাণ শিবিরে এসে অভুক্ত মানুষ খেতে চাইলে জবাব মিলেছে, ''আমরা ছিলাম বলেই তো প্রাণে বাঁচলে! আবার খাবার চাইছ! ওসব এখন হবে না।'' ত্রাণ শিবিরে এক হাঁটু কাদা, খাদ্য নেই। যাঁরা ঘর থেকে কিছু আনতে পেরেছেন তাঁরাও শুকনো জ্বালানির অভাবে রাঁধতে পারছেন না। (ব্রঃ আনন্দবাজার, ২০.৬.০৮) প্রাণ তো বেঁচেছে কিন্তু সে প্রাণ টিকবে কী করে?

এবারেও বন্যার পর, ত্রাণের জন্য ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কেন এই 'মরণকালে হরিনাম?' শুখা মরশুমে বন্যা প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা হয় না কেন? কেন নদীখাতগুলির পলি অপসারণ করা হয় না? কেন সময় থাকতে বাঁধগুলি মেরামত করে আশু বিপদ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা হয় না? নিছক কি অপদার্থতা? তা নয়। নানা সরকারি প্রকল্পের থেকেও চুরি হয়, তবে তার সীমা আছে। কিন্তু ত্রাণের টাকা থেকে চুরির সুযোগ সীমাহীন। কাজেই শাসক ও প্রশাসকদের সদিচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলে জনজীবন থেকে বন্যার দুর্গতি ঘুচবে না। চাই জনগণের সক্রিয় প্রতিরোধ।

বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ২২ জুন এস ইউ সি আই কর্মীরা রাজ্যজুড়ে ত্রাণ সংগ্রহ করেন। কলকাতায় ত্রাণ সংগ্রহের ছবি।

এস ইউ সি আই-এর একটানা বিক্ষোভের চাপে মেদিনীপুরে বন্যাদুর্গতদের উদ্ধারে নামল প্রশাসন

মাত্র এক দিনের বর্ষণে গোটা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুরের বিরাট অংশ এ বছরও ডুবে গেল জলের তলায়। নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ী, খড়্গপুর, মেদিনীপুর, গোপীবল্লভপুর, সবং, পিংলা, দাঁতন, ভগবানপুর, পটাশপুর, ময়না, পাঁশকুড়া, ঘাটাল, দাসপুর প্রভৃতি ব্লকের হাজার হাজার কাঁচা বাড়ি তলিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ আশ্রয়ের আশায় ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। যত জল বাড়ছে, তত আরও বেশি মানুষ নিরাশ্রয় হচ্ছে। অনেকেই গাছের উপরে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানেও সাপের সঙ্গে সহাবস্থান। অসহায় মানুষের আর্ত চিৎকার আর জলের গর্জন, সব মিলে দুই মেদিনীপুর জেলার পরিস্থিতি মর্মান্তিক।

১৭ জুন বেলা ১১টায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক এবং জেলাত্রাণ আধিকারীকের কাছে এস ইউ সি আই জেলা কমিটি গণডেপুটেশন দিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় স্পিডবোট নামিয়ে উদ্ধারের দাবি জানায়। জেলা প্রশাসন ভাব দেখায়, ও এমন কিছু নয়। বিকাল থেকে প্রাণহানির খবর আসতে থাকে এস ইউ সি আই দপ্তরে। সন্ধ্যায় আবার শত শত প্রাণহানির আশঙ্কা জানিয়ে গণবিক্ষোভ ও ত্রাণের জন্য সেনা নামানোর দাবি জানানো হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসন নির্বিকার থাকে, যেন সব ঠিক আছে! ফলে এস ইউ সি আই নেতা কর্মীরা জেলা প্রশাসন দপ্তর ঘেরাও করে রাখেন। রাত্রি ৯টায় খবর আসে নারায়ণগড় থানার ৪ জন এবং তৃণমূল দলের তিন নেতার প্রাণ গেছে, তাতেও প্রশাসন অনড় থাকে। জমায়েত ক্রমশ বাড়তে থাকে, অবশেষে রাত্রি হওয়ার পর জেলা প্রশাসন, সেনা নামানো হচ্ছে এবং স্পিডবোট কলকাতা থেকে যাত্রা করেছে এই সংবাদ দেওয়ায় অবরোধ প্রত্যাহার হয়। কিন্তু সকালে জানা গেল ডাহা মিথ্যা কথা বলেছে জেলাশাসক এবং এস পি।

১৮ জুন পুনরায় সকাল ১০টায় বিরাট মিছিল করে এস ইউ সি আই কর্মীরা ডি এম অফিস ঘেরাও করেন। ডিএম অফিসে না এসে পরিত্রাণের রাস্তা খোঁজেন। কিন্তু দুর্গত মানুষের প্রতি প্রশাসন ও সরকারের এই তাচ্ছিল্য ও দুর্ব্যবহারে এস ইউ সি আই কর্মীরা তখন প্রবল ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মিছিল গিয়ে আছড়ে পড়ে জেলাশাসকের বাংলোতে। চারিদিক থেকে এ কে-৪৭, রাইফেল, কার্বাইনধারী পুলিশ ও র‍্যাফ ছুটে আসে, প্রবল ধস্তাধস্তিতে শেষপর্যন্ত বন্দুকধারীরা হার মানে এবং বাংলোর কর্মীরা ছুটে এসে বলেন, ডিএম কথা বলতে রাজি হয়েছেন। আলোচনায় জেলাশাসক স্বীকার করেন, ইতিমধ্যে ১২ জন মারা গেছেন। এস ইউ সি আই নেতারা ডিএমকে তার তালিকা দেন। ডিএম জানান, সেনা নামছে বিকালে, স্পিড বোট নামছে, ত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছে। ততক্ষণে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এই বিক্ষোভ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ অমল মাইতি, প্রাণতোষ মাইতি, প্রভঞ্জন জানা প্রমুখ।

নিকাশি সংস্কারে ৫০০ কোটি টাকা অপচয়ের বিরুদ্ধে ও কলকাতা পুর এলাকায় সুষ্ঠু জলনিকাশির দাবিতে ১৮ জুন এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে কলকাতা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ

সরকারে যাওয়ার আগেও সিপিএম নীতিনিষ্ঠ ছিল না

একের পাতার পর

থেকে রাইটার্স বিল্ডিং, প্রশাসনের এমন কোনও স্তর নেই, যেখানে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের মারাত্মক ব্যাধি বাসা বাঁধেনি। আজ রাজ্যে এমন কোনও দুর্নীতি বা অপরাধ ঘটে না, যার সাথে শাসকদলের নেতা-কর্মীরা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। তিন দশকের শাসনে সিপিএমের কৃতিত্ব হল, দুর্নীতির বিষয়টিকে তারা ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ রাখেনি, একটা পরিকল্পিত ও সাংগঠনিক রূপ দিয়েছে। সিপিএমের সাংগঠনিক কাঠামোটি আজ আর অতীতের মতো আঁটোসাটো নেই। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে হলেও আজও তা অনেকটাই কেন্দ্রীভূত। তাই তার দুর্নীতিরও সাংগঠনিক কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। সব কিছুই ঘটেছে নেতৃত্বের জ্ঞাতসারে এবং প্রশ্রয়ে।

সিপিএম নেতারা আজ বামপন্থার বুলি আওড়েই, দক্ষিণপন্থীদের পথ ধরে পুঁজির সেবায় ইতিমধ্যেই এতখানি দক্ষতা অর্জন করেছেন যে, দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়োচ্ছেন। দেশের বনেদী বুর্জোয়া দলগুলিও সিপিএমের 'উন্নয়নকেই' মডেল হিসাবে মেনে নিচ্ছে। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিরা এসে প্রশংসা করছেন, কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী এসেও এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই মডেল হিসাবে ঘোষণা করে যাচ্ছেন, আদবানি-বাজপেয়ীও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রশংসা করছেন। হবে না-ই বা কেন? সিপিএম নেতারা তো শুধু পুঁজির সেবাতেই দক্ষতা অর্জন করেননি, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের অবক্ষয়িত চরিত্রও অর্জন করে ফেলেছেন। তাঁরা অবাধে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন, বেসরকারীকরণ করছেন, শ্রমিক ছাঁটাই করছেন, মানুষের শিক্ষা-চিকিৎসার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, যে কোনও রকম প্রতিবাদকে লাঠিগুলি দিয়ে দমন করছেন।

যে নেতারা দলীয় কর্মীদের নীতি বিগর্হিত জনবিরোধী ভূমিকাকে পঞ্চায়েতে হারের কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করছেন, জমি রক্ষায় কৃষক আন্দোলন দমনের এই জঘন্য পরিকল্পনায় সেই নেতাদের ভূমিকা কী ছিল? তাঁরা আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে অবিরাম মিথ্যা এবং কুৎসা প্রচার করে গেছেন, হুমকি দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা এস ই জেডের বিরুদ্ধে কৃষকদের জমি রক্ষার নিজস্ব আন্দোলনকে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট বলে প্রচার করেছেন। কখনও তাকে একটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে মাওবাদীরা আছে বলে মিথ্যা প্রচার করে কৃষকদের উপর তাদের রাষ্ট্রীয় ও দলীয় অত্যাচারকে 'ন্যায্য' প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছেন। আন্দোলনের সমর্থনে রাজ্যের শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এলে, ন্যূনতম শিষ্টাচার বিসর্জন দিয়ে অশ্লীল ভাষায় তাঁদের আক্রমণ করেছেন। চূড়ান্ত স্বৈরাচারী শাসকের মতো সিপিএমের এক শীর্ষ নেতা বলেছেন, নন্দীগ্রামকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে আন্দোলনকারীদের 'লাইফ হেল' করে দেওয়া হবে। পুলিশ ক্যাম্প তুলে দিয়ে পুলিশকে হাত গুটিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে, দলীয় ক্রিমিনাল বাহিনীকে নন্দীগ্রামে অবাধে খুন-লুঠ-নির্যাতন চালাবার সুযোগ করে দেওয়ার পর যখন রক্তাক্ত নন্দীগ্রামে সিপিএম পতাকা উড়িয়েছে, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, দে হ্যাভ বিন পেড ব্যাক বাই দেয়ার ওন কয়েন, অর্থাৎ নন্দীগ্রামের মানুষকে তাঁরা উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক নিজে নন্দীগ্রামের মানুষের ব্যবসায়িক লেনদেন ও কর্মস্থল হলদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ফেরি সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। সরকারবিরোধী মতামত ও গণআন্দোলন সম্পর্কে এই যদি নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ হয়, তবে কর্মীদের কাছে আলাদা কিছু আশা করা যায় কি? বামপন্থা দূরস্থান, নেতৃত্বের মধ্যে যদি ন্যূনতম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও না থাকে, মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের মধ্যে প্রশাসনিক দল নিরপেক্ষতার লেশমাত্র না থাকে, তবে সাধারণভাবে দলের কর্মীদের মধ্যে আলাদা সংস্কৃতি কীভাবে হবে? ফলে দায় চাপালেই হল? সিপিএম নেতারা কি মনে করেন, তাঁদের দলে আর এমন কর্মী নেই, যাঁরা নেতাদের এই প্রতারণা ধরতে পারেন? তা যদি হয়, তবে সেটাও নিঃসন্দেহে নেতাদের বিরাট কৃতিত্ব!

আজকের যুগে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের সেবা করা, আর তার অধঃপতিত সংস্কৃতির শিকার বনে যাওয়া, একটার সাথে আর একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে পুঁজিবাদের সাথে দুর্নীতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে, নেতারা সেই পুঁজিবাদের সেবা করবেন, আর দলের কর্মীরা চুরি-দুর্নীতি প্রভৃতি বদগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে, বাস্তবে এমন ঘটে না। স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদের প্রভাব শুধু আর্থিক দুর্নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, নৈতিকতার ক্ষেত্রেও সিপিএমের দুর্নীতি আজ গোটা দেশে আলোচ্য বিষয়। মুখে বামপন্থীদের মতো কথা বলা, বাস্তবে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষা করাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ নজির। সিপিএম নেতারা একদিকে যখন শ্রমিকসভায় স্পেশাল ইকনমিক জোনকে স্পেশাল এক্সপ্লয়টেশন জোন বলে অভিহিত করে বাহবা কুড়োচ্ছেন, তখনই দেখা যাচ্ছে, তাঁরাই কংগ্রেস-বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে, ২০০৩ সালে দেশের মধ্যে প্রথম এ রাজ্যে এস ই জেড আইন তৈরি করেছেন। যখন তাঁরা বিশ্বায়নের নীতির বিরোধিতা করে চ্যাম্পিয়ন সাজার চেষ্টা করছেন, তখনই বিশ্বায়নের নীতি মেনে এস ই জেডের জন্য কৃষকদের থেকে জোর করে, লাঠি-বন্দুকের জোরে জমি দখল করছেন। এটাই যখন সিপিএমের নেতা-কর্মীদের রাজনীতি, তখন উপরের নেতা থেকে নীচের স্তরের কর্মী পর্যন্ত সকলের আচরণ ও মনোভাবও তেমনই হবে। না হলে,পাঁচের দশক, ছয়ের দশকে যখন কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে অনেক অভিযোগ উঠত, তখনও ব্যক্তিগতভাবে বামপন্থী নেতা-কর্মীদের দিকে আঙুল তোলার কথা কেউ ভাবতে পারত না। তার কারণ কি এই যে, তখন যাঁরা বামপন্থী আন্দোলনে আসতেন তাঁরা সব ভাল, আর এখন যাঁরা আসেন তাঁরা সব খারাপ? বাস্তবে সিপিআই-সিপিএম প্রভৃতি বাম নামধারী দলগুলি কখনওই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে কখনও জঙ্গি ভাব দেখালেও, চিন্তার ক্ষেত্রে, আচার-আচরণ-অভ্যাসের ক্ষেত্রে এই দলগুলির নেতা-কর্মীরা কখনওই কমিউনিস্ট নীতি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হননি, বরং কদর্য বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব দলগুলির মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল। মিথ্যা কথা বলা, আদর্শ এবং যুক্তির পরিবর্তে ক্ষমতার জোর এবং গায়ের জোরকেই সংগঠন বাড়ানোর উপায় হিসাবে ব্যবহার করা, কথার দাম না রাখা, নিজেদের অভিমত জোর করে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া, বিরোধীদের কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করা, ওপরে জঙ্গিয়ানা দেখিয়ে তলায় তলায় মালিকদের সাথে বন্দোবস্ত করে ফেলা, প্রভৃতি আচরণ তাঁদের আগেই ছিল। ১৯৬৬ সালেই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "কংগ্রেস তো ক্ষমতায় গিয়ে পচে গেছে, কিন্তু বামপন্থীরা লক্ষ্য করেছেন কি, ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই তাঁদের ঘরের মধ্যে হু হু করে বানের জলের মত দুর্নীতি ঢুকে বসে আছে? তাঁরা তো তখনই দুর্নীতিপরায়ণ। ... ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষমতা পেলে তাঁরা কী করবেন, তাঁরা তো দেশকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাবেন।" এই দুর্নীতি বলতে সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ নীতিহীনতা, রাজনৈতিক অসততাকেই বুঝিয়েছিলেন।

আজ যে বহু মানুষই সিপিএমের কুৎসিত রূপ দেখে হা-হুতাশ করছেন, তাঁরা সেদিন কংগ্রেস শাসন বিরোধী সিপিএমের বাইরের জঙ্গিয়ানাটাই দেখেছিলেন, নীতি-আদর্শের দিকটা বিচার করে দেখেননি। দেখলে বুঝতেন, আন্দোলনের মধ্যেও যতটুকু জঙ্গিয়ানা সেদিন তাদের ছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের ক্ষোভ এবং বামপন্থার প্রতি আবেগকে কাজে লাগিয়ে সরকারি ক্ষমতায় যাওয়া। তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আর সেই জঙ্গিয়ানা তাদের থাকল না। এখন তো সরাসরি তারা পুঁজিবাদী শাসকের কায়দায় লাঠি-গুলি দিয়ে গণআন্দোলন ভাঙছে, দমন করছে। ফলে নেতারা নিজেরাই যেখানে বুর্জোয়া চিন্তাভাবনা-আচার-আচরণ-সংস্কৃতির বাইরে বেরোতে পারেননি, সেখানে কর্মীরা উন্নত রুচি-সংস্কৃতি পাবে কোথা থেকে?

মার্কসবাদী আদর্শ শুধু আর্থিক দাবি আদায়ের লড়াই নয়, মার্কসবাদ একটা সমগ্র জীবনবোধ, যা বুর্জোয়া জীবনবোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও অনেক উন্নত স্তরের। বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "প্রতিটি আদর্শেরই মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার রুচিগত-সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে"। বলেছিলেন, "কোনও একটা পার্টি আদর্শের বড় বড় কথা বলছে কি না সেটা বড় কথা নয়। তাদের আদর্শ সত্যিই বড় কি না তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, তাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ ব্যক্তিগত জীবনে, প্রতিদিনের ব্যবহারে ও রাজনৈতিক আচার-আচরণে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছেন কি না।" বলেছেন, "রাজনীতি একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি।" অথচ সিপিএম দলটিকে দেখলে, তাদের নেতা-কর্মীদের দেখলে এ সব বোঝার উপায় নেই। তাদের চাল-চলন, আচার-আচরণে অধঃপতিত বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব আজ মার্কসবাদ ও বামপন্থা সম্পর্কেই জনমনে বহু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পাশাপাশি এস ইউ সি আইয়ের বিপ্লবী রাজনীতি এবং দলের নেতা-কর্মীদের আচার-আচরণ, সম্পূর্ণ পৃথক জীবনবোধ, মানুষের মনে এই দলটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ধারণা গড়ে তুলেছে, যা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে হলেও বুঝতে পারছেন যে, সিপিএম দলটি আদৌ বামপন্থী নয়।

সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (অর্থাৎ মুখে সমাজতন্ত্রী, কাজে পুঁজিবাদী) হওয়া সত্ত্বেও, পাঁচের দশক-ছয়ের দশকেও প্রথমে অবিভক্ত সিপিআই এবং পরে সিপিআই ও সিপিএম শ্রমিক-চাষীর আন্দোলনগুলির মধ্যে ছিল, জনগণের দাবিগুলি তুলে ধরত, দলের নীচের তলার বহু সংগ্রামী কর্মীর মধ্যে রাশিয়া ও চীনের বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের প্রভাব ছিল, আদর্শবাদী মন ছিল, তারা সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবত, তাই দুর্নীতি-অধঃপতন দলের মধ্যে এখনকার মতো এমন ব্যাপক আকারে বাসা বাঁধতে পারেনি। যদিও নেতৃত্বের রাজনৈতিক অসততা তখন থেকেই ছিল। ক্ষমতায় গিয়ে তাঁরাই পুঁজিবাদের সরাসরি সেবায় নিয়োজিত হলেন। পুঁজিবাদের সেবা করলে অনিবার্যভাবে যা ঘটে সিপিএম-সিপিআই প্রভৃতি সরকারি বামদলগুলির ক্ষেত্রেও আজ সেই জিনিসই ঘটেছে। তার দায় নীচের তলার কর্মীদের উপর চাপিয়ে নেতারা অব্যাহতি পাবেন না।

চাকদহে এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর সি পি এম-এর আক্রমণ

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গত ২ জুন এস ইউ সি আই কর্মীরা চাকদহ স্টেশনে যখন প্রচার ও আন্দোলন তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন এবং সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে তাদের সাহায্য করছিলেন তখন সি পি এম-এর স্থানীয় নেতা গোপাল চন্দ ও আরও কয়েকজন তা দেখে গায়ে পড়ে তর্ক জুড়ে দেয় এবং এস ইউ সি আই মিথ্যা প্রচার করছে বলে চিৎকার করতে থাকে। এস ইউ সি আই কর্মীরা তাদের প্রচারের বিষয়গুলি শোনার অনুরোধ করলেও তারা বলতে থাকে যে, স্কুলস্তরে গ্রেডেশন চালুর মাধ্যমে ধীরে ধীরে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, যৌনশিক্ষা চালু করা ও অন্যান্য বিষয়ে এস ইউ সি আই যা বলছে তা সবই মিথ্যা। জনবহুল স্টেশনে তারা চিৎকার করেও যখন মানুষের সমর্থন পাচ্ছিল না তখন ক্ষিপ্ত হয়ে তারা এস ইউ সি আই-এর নদীয়া জেলার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড অঞ্জন মুখার্জীকে মারতে শুরু করে। স্টেশনে উপস্থিত মানুষ এস ইউ সি আই কর্মীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন এবং সি পি এম কর্মীদের এহেন আক্রমণের তীব্র নিন্দা করতে থাকেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে সি পি এম কর্মীরা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

কমরেড অঞ্জন মুখার্জীর উপর আক্রমণের খবর পেয়েই এলাকার এস ইউ সি আই ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা স্টেশনে চলে আসেন। তাঁরা সি পি এম দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে চাকদহ থানায় এফ আই আর করেন এবং তাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল সংগঠিত করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রভাস ঘোষ

একের পাতার পর

সি আই মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে এস পি জানান, নিরাপত্তার কারণে দেখা করতে দেওয়া যাবে কি না, সেটা পরে তিনি জানাবেন। কিন্তু পরে কিছু জানানো হয়নি। আমাদের ডেপুটেশন তিনি নেননি।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় প্রতিটি বাঁধ জরাজীর্ণ। রেসকিউ সেন্টার কোথাও তৈরি হয়নি। শুকনো খাবার, ওষুধ মজুত নেই । এই অবস্থায় আবার সামান্য বৃষ্টি হলেই জেলায় জেলায় বিপর্যয় ঘটে যাবে।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি, সামনে যে ক'দিন সময় আছে, তার মধ্যে সরকার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকুক, বিশেষজ্ঞদের ডাকুক। আশু কী কী করণীয় তা ঠিক করে কাজ শুরু করে দিক। পশ্চিম মেদিনীপুরে আমরা ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক দেব, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪০০ স্বেচ্ছাসেবক দেব, যারা দিনরাত কাজ করবে। আমাদের চাই বোট, ত্রিপল, শুকনো খাবার, পানীয় জল, ওষুধ। সরকার এগুলি আমাদের দিক। আমরা সর্বপ্রকারে সহায়তা করব।

২২ জুন থেকে আমরা ত্রাণ সংগ্রহে নামছি। জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা অকুণ্ঠ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

মৈপীঠের ঘরছাড়া মানুষদের অবস্থান

চারের পাতার পর

দেশে দেশে আমেরিকা যেমন দাদাগিরি চালাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমও তেমনি দাদাগিরি চালাচ্ছে। ওদের হাতে লালঝান্ডা আছে ঠিকই, কিন্তু বামপন্থী আদর্শের পরম্পরা ওরা বহন করছে না। আমি বলি, 'বাম' নামটা এবার ছেড়ে দিক ওরা। মৈপীঠের অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষ যাঁরা এখানে এসেছেন, আপনারা যেভাবে বছরের পর বছর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছেন, সেজন্য অভিনন্দন জানাই। বুদ্ধিজীবী মঞ্চ আপনাদের পাশে আছে ও থাকবে। অবস্থানে আপনাদের একদিনের আহারের দায়িত্ব নিয়ে আমরা মঞ্চের পক্ষ থেকে আপনাদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাতে চাই।

মঞ্চের প্রবীণ সদস্য, প্রখ্যাত শিল্পী শুভাপ্রসন্ন অবস্থানকারীদের উদ্দেশে সংহতি জানিয়ে বলেন, যেখানেই সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হবেন, আমরা তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। আমরা নন্দীগ্রামে গিয়েছি, মৈপীঠেও যাব।

মঞ্চের বিশিষ্ট সদস্য, নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা কৌশিক সেন বলেন, আমাদের এতকাল বোঝানো হয়েছিল, ছাত্ররা ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবুক, কর্মচারীরা তাদের কাজকর্ম নিয়ে থাকুক, শিল্পী-সাহিত্যিকরা নিজের পেশা নিয়ে মগ্ন থাকুন, দেশের কথা ভাবতে হবে না। কারণ, সিপিএম যেহেতু ক্ষমতায়, সব ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝেছি, সব ঠিকঠাক চলছে না। তাই, সমস্ত দিক থেকে আজ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঢেউ উঠছে। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটি বিরোধী শক্তি কিছু এলাকায় জয় পেয়েছে বলে ভাববেন না যে, রাজ্যের পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। শাসক দলের নেতারা যে সব নরম নরম কথা এখন বলছেন, মনে রাখবেন, সে সব সাময়িক কৌশল। সুযোগ পেলেই তাঁরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সুশীল সমাজ বা বুদ্ধিজীবী যাই বলুন, আমরা যে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে পারছি, তার মূল শক্তিটা জুগিয়েছে নন্দীগ্রামের মানুষের আন্দোলন। একইভাবে, আপনারা যারা মৈপীঠের মানুষ, লড়াইটা কিন্তু আপনারাই করছেন ও করবেন। আপনাদের ওই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আমাদের ভূমিকা, আমাদেরকে কেন্দ্র করে আপনাদের লড়াই নয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নানা কারণে মিডিয়ার যে প্রচার পেয়েছে, মৈপীঠের ঘটনা তেমন প্রচার পাবে— এমন আশা না করাই ভাল। তবে কথা দিতে পারি, নন্দীগ্রামের মানুষদের সংগ্রামের পাশে যেমন আমরা গেছি, মৈপীঠেও তেমনই আমরা যাব, আপনাদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়াব।

দু'দিনের অবস্থানে অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক চৈতালী দত্ত, কবি সব্যসাচী দেব, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, অর্পিতা ঘোষ, রুবী মুখার্জী, অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজন্তা ঘোষ, লিট্‌ল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চের সৌমিত্র গুহ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত। শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি প্রবীণ কবি তরুণ সান্যাল অবস্থানকারীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা যে এলাকার মানুষ তার ইতিহাস আমি জানি। জোতদারদের চরম অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই এলাকার মানুষ জল ও জমির ওপর নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সংগ্রামে কত কৃষক ও খেতমজুরের প্রাণ গিয়েছে। জোতদারের লোকেরা কত প্রতিবাদী চাষী-মজুরকে তুলে নিয়ে গিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে গরান গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আসত। তারপর, তাদেরকে হয় বাঘে খেয়েছে, নয়তো তারা সাপের কামড়ে মারা গেছে। সেই সংগ্রামী মৈপীঠের মানুষ আপনারা। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের এ লড়াই জয়যুক্ত হবেই। তবে মনে রাখবেন, এখন আপনারা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তারা ওই বাঘ এবং সাপের থেকেও বিষাক্ত ও ভয়ঙ্কর। আপনাদেরকে তেমনভাবেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। মানুষ যখন আক্রান্ত হয়, পরিজনকে আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হতে দেখে তখন তার প্রতিবাদ সর্বদা অহিংস থাকতে পারে না। তবে আজ আমি বলব, এখন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করাটাই প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শুধু মৈপীঠের জনগণের ঐক্যবদ্ধতা নয়, গোটা রাজ্যের জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এই স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে।

মৈপীঠে সিপিএমের আক্রমণে আহতরা রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দিলেন

গণদাবীর জন্য খবর ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা ঃ
ganadabi@gmail.com
ফ্যাক্সে ছবি পাঠাবেন না। নিউজ কালো কালিতে লাইনের মাঝে ফাঁক রেখে পরিষ্কার করে লিখে ফ্যাক্সে পাঠান। ব্যক্তি বা স্থানের নাম স্পষ্ট করে লিখুন।
ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪

কমসোমলের রাজ্য শিক্ষাশিবির

এস ইউ সি আই দলের কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমল-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষাশিবির ১৩ - ১৪ জুন পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদায় বিদ্যাসাগর স্মৃতি গ্রন্থাগারের রোকেয়া সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে দলকে ত্রুটিমুক্ত করে আরও শক্তিশালী করার জন্য যে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চলছে, তার ধারাবাহিকতাতেই এই শিক্ষাশিবির আয়োজিত হয়। রাজ্যের ১৬টি জেলা থেকে ১১৫ জন কমসোমল সদস্য শিবিরে অংশগ্রহণ করে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিবিরের সূচনা হয়। এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ মূল আলোচনা করেন। তিনি কমসোমলের সদস্য কিশোর-কিশোরী কমরেডদের সামনে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ কেন কমসোমল সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, তা তুলে ধরেন। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, গরিব অসহায় মানুষের প্রতি কমসোমল সদস্যদের থাকবে অসীম দরদবোধ। দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের অসহনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আজ ছোটদের জীবন থেকেও আনন্দ হারিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের মানুষের দুঃখ-দারিদ্র-লাঞ্ছনা-বেকারত্বের জ্বালা, পারিবারিক অশান্তি — এর কোনও কিছু থেকেই কিশোর কিশোরীদেরও রেহাই নেই। সেজন্যই তাদের জানতে হবে, এই সমস্যাগুলির মূল কারণ কী, তা জেনে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এর মধ্যেই পাওয়া যাবে যথার্থ আনন্দ, যথার্থ মর্যাদা। তিনি বলেন, কমসোমলের সদস্যদের অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু তা নিছক পরীক্ষা-পাশের জন্য নয়, জানতে হবে এদেশের বুকে মহান বিপ্লবী আন্দোলনের যথার্থ প্রয়োজনকে সামনে রেখে। এদেশের নবজাগরণের মহান মনীষীরা তাদের কিশোর বয়স থেকেই দেশের মানুষের কাজে আত্মনিয়োগের শপথ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাকে কিশোর বয়সেই ঘর ছেড়েছিলেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। স্কুল কলেজের ডিগ্রি তাঁর ছিল না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি যে সর্বব্যাপক সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তার মাধ্যমে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। আমাদের দলের আজকের নেতা-কর্মীদের অনেকেই তাঁকে দেখেননি, কিন্তু তাঁর কথা, তাঁর একটা বই, অথবা তাঁর একটু কণ্ঠস্বর শুনলেই তাঁদের চোখমুখ বদলে যায়।

কমরেড প্রভাস ঘোষ মনীষীদের জীবনচর্চা, সাহিত্য চর্চা ও খেলাধূলার উপর কমসোমল সদস্যদের জোর দিতে বলেন। তিনি বলেন, এই বয়ঃসন্ধিকালে বহু চিন্তা, বহু প্রশ্ন এসে ধাক্কা দেয়। সমাজও বহু ক্লেদাক্ত জিনিস ছোটদের মনে ঢুকিয়ে দিতে চায়। এসব যদি মনে আসে, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ফিসফিস করে না বলে, লজ্জায় কুঁকড়ে না গিয়ে খোলা মনে সব কথা উপযুক্ত নেতৃত্বের কাছে রাখবে। তা হলে দেখবে, মনের গ্লানি দূর হয়ে যাবে। গভীর প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, তোমরা দলের নেতাদের সন্তানতুল্য। আজ যাঁরা নেতা তাঁরা কেউই একদিন বেঁচে থাকবেন না। তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই তোমাদের গড়ে তোলার কাজটা গোটা পার্টির দায়িত্ব।

শিক্ষাশিবিরে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য কমিটির সদস্য এবং মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক কমরেড মানব বেরা, ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেডরা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাশিবিরে পি টি, খেলাধূলা, গান, আবৃত্তি ইত্যাদিতে সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। কমসোমল সংগঠনের গান এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিবিরের কাজ শেষ হয়।

এআইএমএসএসের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের চতুর্থ বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৬ জুন। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে মহিলাদের এক সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সকাল ৯টা থেকে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয় বাঁকুড়া ধর্মশালায়, চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। প্রতিনিধি সম্মেলন পরিচালনা করেন জেলা সভানেত্রী কমরেড লক্ষ্মী সরকার। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড অঞ্জলী নন্দী। প্রায় ৩০ জন প্রতিনিধি মূল প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করেন। মূল্যবৃদ্ধি রোধ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী বলেন, সমাজে আজও মেয়েদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়নি। মেয়েদের অধিকার এবং স্বাধীনতা নিজেদেরই অর্জন করতে হবে। মেয়েরাও যে লড়াই করতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও কুলতলির মৈপীঠের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। বিকালে মাচানতলায় প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়। তিনি গোটা দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখান আজ দেশের সাধারণ মানুষ সর্বগ্রাসী সংকটে নিমজ্জিত। সাংস্কৃতিক অধঃপতন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। টিভিতে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, যৌন শিক্ষা চালু সহ সবকিছুই শাসকশ্রেণীর চক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত মানুষের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েই মহিলাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। কমরেড অঞ্জলী নন্দীকে সভানেত্রী এবং কমরেড কবিতা সিংহকে সম্পাদিকা করে ২৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তরবঙ্গের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

৮ জুন শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনী হলে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা যথা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার ১২৬ জন জেলা-বৃত্তিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীকে পর্ষদের পক্ষ থেকে বৃত্তি ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পর্ষদের সভাপতি, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে। বক্তব্য রাখেন পর্ষদের সহসভাপতি শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, সম্পাদক কার্তিক সাহা ও বিশিষ্ট সদস্য অধ্যাপক অজিত রায়। এবার বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ৬৮.৮৮ শতাংশ, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

অন্যান্য রাজ্য সরকার রান্নার গ্যাসের দাম কমাতে পারলে সিপিএম সরকার পারবে না কেন?

রান্নার গ্যাসের বাড়তি দাম কমাতে এ রাজ্যের সিপিএম সরকারের সত্যিই কি কিছু করার ছিল না?

কেন্দ্রের সরকার রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা বাড়িয়েছে। অন্দরমহলের দল সিপিএম গোড়াতেই সত্যিকারের বাধা দিলে এই দামবৃদ্ধি অনেকটাই আটকে দিতে পারত, অন্তত এক ধাক্কায় এতটা বাড়ত না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার টিকে আছে সিপিএমের সমর্থনের উপরেই। কিন্তু সিপিএম বাইরে যতই হম্বিতম্বি দেখাক, ভিতরে সায় দিয়েছে। পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিপিএম বাইরে যতটুকু লোকদেখানো প্রতিবাদও করেছে, রান্নার গ্যাস নিয়ে তাও করেনি। রাজ্যের ফ্রন্ট সরকার পেট্রল-ডিজেলের ওপর বিক্রয়কর কমালেও রান্নার গ্যাসে কমাবে না বলে ঘোষণা করেছে। তাদের ভাবখানা হল, রান্নার গ্যাস সাধারণ মানুষ নয়, উচ্চ মধ্যবিত্তরা ব্যবহার করে। সিপিএমের দাবি, তাদের বাধার জন্যই কেন্দ্রের সরকার গরিবের জ্বালানি কেরোসিনের দাম বাড়াতে পারেনি। কেরোসিনের দাম না বাড়িয়ে তারা গরিব দরদী সাজার চেষ্টা করেছে। অথচ রেশনে যে সামান্য কেরোসিন দেওয়া হয়, তা দিয়ে একটি পরিবারের রান্না হয় না। খোলাবাজারে কিনতে গেলে কেরোসিনের দাম লিটারে ৩০ টাকারও বেশি। কয়লাও মহার্ঘ। এই অবস্থায় উচ্চবিত্ত নয়, অত্যন্ত সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষও বাধ্য হয়ে জ্বালানি হিসাবে এখন যে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল, তা কি সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা জানেন না?

দিল্লিতে কংগ্রেস সরকার সিলিন্ডার প্রতি ৪০ টাকা ভরতুকি দিয়ে গ্যাসের দাম ১০ টাকা বাড়িয়েছে। সেখানে এক সিলিন্ডার গ্যাসের দাম ৩১০ টাকা। অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকাই ভরতুকি দিচ্ছে। ঝাড়খণ্ড সরকার ৪০ টাকা ভরতুকি দিয়ে এক সিলিন্ডার গ্যাসের দাম রেখেছে ৩১৬.৭৫ টাকা। গুজরাটে বিজেপি সরকারও সিলিন্ডার প্রতি ১৩.০৫ টাকা ভ্যাট কমিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে বিএসপি সরকারও ৪.১ শতাংশ ভ্যাট কমিয়েছে। সেখানে এক সিলিন্ডার গ্যাসের দাম ৩৩৩.৪৫ টাকা। অথচ গরিবের সরকার বলে দাবি করে পশ্চিমবঙ্গের যে সিপিএম ফ্রন্ট, সে কিন্তু এক পয়সাও দাম কমায়নি। এখানে সিলিন্ডার পিছু গ্যাসের দাম ৩৫০ টাকা। অন্যান্য রাজ্যে সরকারগুলি যদি রান্নার গ্যাসে ভরতুকি দিয়ে, ভ্যাট কমিয়ে জনগণকে খানিকটা হলেও স্বস্তি দিতে পারে তাহলে সিপিএম সরকার পারবে না কেন?

ভরতুকি দেওয়ার দাবি তুললেই সিপিএমের নেতারা বলেন, সরকার টাকা পাবে কোথায়? অথচ সকলেই জানেন, সিঙ্গুরে এই সরকার টাটাকে ৮৫০ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়েছে। স্পেশাল ইকনমিক জোনে এই সরকারই পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে। অথচ রান্নার গ্যাসে ভরতুকি দেওয়ার কথা বললেই তাদের টাকার অভাব পড়ে। তাহলে এ সরকার কাদের সরকার?

কোন রাজ্যে গ্যাসের দাম কত

রাজ্য	সরকার	টাকা
দিল্লি	কংগ্রেস	২৯৪.৭৫
মহারাষ্ট্র	কংগ্রেস	৩৩৪.০০
ঝাড়খণ্ড	ইউপিএ সমর্থিত	৩১৬.৭৫
গুজরাট	বিজেপি	৩৪৭.৭০
হরিয়ানা	কংগ্রেস	৩৩৩.০০
উত্তরপ্রদেশ	বিএসপি	৩৩৩.৪৫
কর্ণাটক	বিজেপি	৩৪৮.০৪
পশ্চিমবঙ্গ	সিপিএম	৩৫০.৪৫

এসএফআইয়ের সন্ত্রাস মোকাবিলায় গড়ে উঠল স্টুডেন্টস ফোরাম

এসএফআইয়ের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কলেজে এআইডিএসও সহ অন্যান্য এসএফআই বিরোধী ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গড়ে উঠল স্টুডেন্টস্ ফোরাম।

ইসলামপুর কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এআইডিএসও কর্মী দয়াল সিংহকে ৭ জুন একদল এসএফআই দুষ্কৃতী কলেজের ভেতরে রড, ইট, বেল্ট দিয়ে ব্যাপক মারধর করে। তাঁর সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, মাথায় ও চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। তীব্র আঘাতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লে দুষ্কৃতীরা পালায়। সাধারণ ছাত্ররা তাঁকে ইসলামপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে তাঁকে দ্রুত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কেন দয়াল সিংহের উপর এই আক্রমণ? ডি এস ও কর্মী দয়াল সিংহ ফি-বৃদ্ধি সহ রাজ্য সরকারের যাবতীয় ছাত্রস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কলেজে আন্দোলন গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কলেজের ভেতরে ও বাইরে ধারাবাহিক প্রচারে এসএফআই ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশ্নের সামনে পড়ছিল। তারপরই তারা এই হামলা চালায়। এর আগেও দয়াল সিংহের উপর চারবার আক্রমণ চালিয়েছে এসএফআই।

হামলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এআইডিএসও কর্মী সমর্থকরা দ্রুত ছুটে আসে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ৩৬নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ২ ঘণ্টা অবরোধের পর ইসলামপুর থানার আইসি গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত পুলিশ ২ জন এসএফআই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়।

কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, এসএফআই-এর সন্ত্রাস বন্ধ করা, ভর্তির সময় বর্ধিত ফি ও ডোনেশন বাতিল করা প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলন চলছে।

দার্জিলিঙে পাহাড় জুড়ে পানীয় জলের তীব্র হাহাকার

কেন দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষ বিক্ষোভে উত্তাল, কেন তারা এ রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে আলাদা রাজ্য চায়, তা নিয়ে কৌতূহলী অনেকেই। তারই কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ২০ জুন 'ইকনমিক টাইমস' পত্রিকার এক সাংবাদিক লক্ষ করেছেন, স্বাধীনতার ৬০ বছর পর আজও দার্জিলিঙে পানীয় জলের সমস্যা কী ভয়াবহ।

দার্জিলিং পাহাড়ে জলের যা চাহিদা, প্রকৃত জোগান তার অর্ধেকেরও কম। ফলে জল নিয়ে সঙ্কট চূড়ান্ত। এই সঙ্কটের মোকাবিলায় কোনও রাজ্য সরকারই প্রায় কিছু করেনি। রাজ্যে দীর্ঘ সময় ক্ষমতাসীন ছিল কংগ্রেস, বর্তমানে ক্ষমতায় সিপিএম। এরপর দার্জিলিঙে জমানা বদল হয়ে এসেছে স্বশাসিত গোর্খা পার্বত্য পরিষদের শাসন। পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই পার্বত্য পরিষদও জলের সমস্যা সমাধান করেনি।

দার্জিলিং শহরে জলের সাপ্লাই-এর বর্তমান পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, ১৯১৫ সালে। তখন শহরের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ হাজার। বর্তমানে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ। পর্যটনের সময়ে বাড়তি প্রায় ২০ হাজারের মতো মানুষ এই শহরে আসে। তাতে শহরে দৈনিক জলের চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ লক্ষ গ্যালনের মতো। অথচ মিউনিসিপাল ওয়াটার সাপ্লাই-এর ক্ষমতা সর্বাধিক ৭ লক্ষ গ্যালন মাত্র। ফলে জল নিয়ে শুরু হয়েছে ফাটকা ব্যবসা। হোটেলগুলি ৫০০০ লিটার জল ৭০০ টাকায় কিনে পর্যটকদের কাছে ৫ গুণ বেশি দামে বিক্রি করছে। অন্যদিকে গরিব পাহাড়বাসীদের জন্য জল নেই, সেখানে হাহাকার। দূর-দূরান্ত থেকে সামান্য একটু জল জোগাড় করতেই তাদের প্রাণান্তকর অবস্থা। অথচ বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র, রাজ্য বা পার্বত্য পরিষদ কারও কোনও উদ্বেগ নেই। শুধু দার্জিলিং পাহাড়েই নয়, কার্শিয়াং, কালিম্পং সর্বত্রই চিত্রটা মোটামুটি এক।

কয়েক বছর আগে সমস্যার খানিকটা হলেও সুরাহার লক্ষ্যে রঙ্গি ওয়াটার সাপ্লাই প্রোজেক্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তার লক্ষ্যমাত্রা ছিল দৈনিক দেড় লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা। এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পর উৎপাদন শুরু হলেও হঠাৎ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন এই প্রকল্পটা বন্ধ করা হল, পার্বত্য পরিষদ বা রাজ্য সরকার সে বিষয়ে নীরব। সাধারণ মানুষের সন্দেহ, এর পেছনে জলব্যবসায়ীদের হাত রয়েছে।

জলসঙ্কট সহ জীবনের অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যাগুলিই আজ পাহাড়ের জনগণকে আন্দোলনের রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু পৃথক রাজ্য গঠন এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। উত্তরাখণ্ড ও ঝাড়খণ্ডের মতো নতুন তৈরি হওয়া রাজ্যের মানুষ এই সত্য আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পারছেন। পাহাড়ের মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে বাধ্য করতে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

ব্যাপক লোডশেডিং ও মাশুলবৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে

অ্যাবেকার আন্দোলনের আহ্বান

পশ্চিমবাংলার একমাত্র বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধিদল ৭ জুন বণ্টন কোম্পানির চেয়ারম্যান মলয় দে'র কাছে ৯ দফা দাবিপত্র পেশ করেন। রাজ্যের গ্রাম ও শহরে ব্যাপক লোডশেডিং বন্ধ করে উদ্বেগজনক বিদ্যুৎ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের জন্য চেয়ারম্যানের কাছে চাপ সৃষ্টি করা হয়। কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহকদের টিওডি মিটারের নামে হয়রানি বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করা হয়। ইচ্ছুক কৃষিগ্রাহকদের গড়ে প্রতি ইউনিট দেড় টাকা দর দেওয়ার দাবি চেয়ারম্যান দ্রুত কার্যকর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। লেট পেমেন্ট সারচার্জ সম্পর্কিত কৃষি গ্রাহকদের জটিলতা দূর করার দাবিও তিনি মেনে নেন। এছাড়াও গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের অগ্রগতি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে অবহিত করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, নতুন কৃষি সংযোগে ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি সরকারি নির্দেশের অভাবে কার্যকর করতে দেরি হচ্ছে। অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বিদ্যুতের ১৫ পয়সা মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, মাশুল বৃদ্ধি হলে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হবে। ডেপুটেশনে সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোকতরু প্রধান, মণিমোহন ঘোষ চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিলের ত্রুটি স্বীকার

১৪ মাসের কৃষিবিদ্যুৎ বিল বাতিল ঘোষণা পর্ষদের

২০০৭ সালের মে মাস থেকে কৃষিবিদ্যুতের মিটারভিত্তিক বিল পাঠাবার পর থেকে হুগলি জেলার গ্রাহকেরা তাদের বিলের নানা অসঙ্গতি নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন। কারও কারও বিল মাসে বা ২/৩ মাস একত্রে ২০ হাজার টাকা থেকে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় জেলায় অ্যাবেকার পক্ষ থেকে তদন্ত করে দেখা যায় মিটার রিডিং এবং বিলের মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতি রয়েছে। অ্যাবেকার পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, ঘেরাও ও বিভিন্ন সাপ্লাইয়ে বিল বয়কট চলতে থাকে। কোথাও মিটার রিডিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ ভবন থেকে তদন্তকারী দল পাঠালে তাদেরও রাত পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হয়।

১২ জুন অ্যাবেকার ডাকে ৫ শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক চুঁচুড়ায় হুগলি সার্কেল ম্যানেজার অফিস ঘেরাও করে। নতুন করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, ভুল কৃষিবিদ্যুৎ বিল বাতিল সহ ১৪ দফা দাবিতে ৩ ঘণ্টা ঘেরাও চলে।

প্রদ্যুৎ চৌধুরী, মণিমোহন ঘোষ এবং মহাদেব কোলে সহ এক প্রতিনিধি দল সার্কেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সার্কেল ম্যানেজার ১৪ মাসের কৃষিবিদ্যুৎ বিলের ত্রুটি স্বীকার করেন এবং বিলগুলি বাতিল ঘোষণা করেন। ১৪ দফা দাবির আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি তিনি মেনে নেন। অপেক্ষারত গ্রাহকদের কাছে বিল বাতিলের কথা ঘোষণা করা হলে তাঁরা দাবি আদায়ের আনন্দে উৎসাহে ফেটে পড়েন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in